২৩-০২-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই সময় তোমরা নিরাকারী মতামত প্রাপ্ত কর, গীতা শাস্ত্র হল নিরাকারী মতের শাস্ত্র, সাকারী মতের নয়, এই কথাটি প্রমাণ করো"

প্রশ্নঃ- কোন্ গুহ্য কথাটি যুক্তি সহকারে ফার্স্টক্লাস বাচ্চারা-ই বোঝাতে পারে ?

উত্তর :- এই ব্রহ্মা-ই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে পরিণত হন। ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা হবে শ্রীকৃষ্ণকে নয়। নিরাকার ভগবান ব্রহ্মা মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ হলেন শিশু। গীতার ভগবান হলেন নিরাকার পরমাত্মা। কৃষ্ণের আত্মা পুরুষার্থ করে এই প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেন। এই হল খুব গুহ্য কথা - কেবল ফার্স্টক্লাস বাচ্চারা-ই যুক্তি সহকারে বোঝাতে পারে। ২০ টি নখের জোর দিয়ে এই কথা প্রমাণ করো তবেই সার্ভিসে সফল হবে।

গীত : কে এসেছে আমার মনের দ্বারে ....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা শুনল এই চোখে দেখা যায়না, কাকে ? ভগবানকে। এই চোখ শ্রীকৃষ্ণকে তো দেখতে পারে। কিন্তু ভগবানকে নয়। আত্মা-ই পরমাত্মাকে জানতে পারে। আত্মা বোঝে যে আমাদের পরম পিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার। নিরাকার হওয়ার জন্য, এই চোখ দিয়ে না দেখার জন্যে ওঁনার স্মরণ বুদ্ধিতে স্থির হয়না। এই সব নিরাকার পিতা নিজের নিরাকার বাচ্চাদের অর্থাৎ আত্মাদের বলেন। তোমরা নিরাকারী মত প্রাপ্ত কর। গীতা শাস্ত্র হল নিরাকারী মতের। সাকারী মতের নয়। গীতা ধর্মশাস্ত্র কিনা। ইসলামীদেরও ধর্মশাস্ত্র আছে। ইব্রাহিম বলেছেন, বুদ্ধ বলেছেন, ক্রাইস্ট বলেছেন। তাঁদের তো ছবি আছে। গীতা যে সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি, তার জন্যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেখিয়েছে। কিন্তু বাবা বলছেন এইটি ভুল। গীতা আমার দ্বারা উচ্চারিত, আমি রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি এবং স্বর্গের স্থাপনা করি। আমি হলাম নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা। আমি সর্ব আত্মাদের অর্থাৎ তোমাদের পিতা মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। আমাকে বৃক্ষপতি বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণকে বৃক্ষপতি বলা হবেনা। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ, ক্রিয়েটর। কৃষ্ণকে ক্রিয়েটর বলা হবেনা। কৃষ্ণ হলেন দৈবী গুণধারী মানুষ। কৃষ্ণকে ভগবান বলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে। ভগবান হলেন এক। কৃষ্ণকে কেউ সকলের পরমাত্মা বলা হবেনা। বাবা বলেন আমি ৫ হাজার বছর পরে কল্পের সঙ্গমে আসি। আমি সম্পূর্ণ সৃষ্টির পিতা, আমাকেই গড ফাদার বলা হয়। কৃষ্ণের নাম দেওয়াতে পরম পিতা পরমাত্মাকে জানতে পারেনি। এই একটি বিশাল ভুল করে দিয়েছে। গীতা দ্বারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম আমি-ই স্থাপন করি। আমায় শিব বা রুদ্র ভগবান বলা হয়, আর কোনো সূক্ষ্ম দেবতা বা মানুষকে ভগবান বলা হয়না। লক্ষ্মী নারায়ণ ইত্যদিকেও ভগবান বলা হয়না। বলা হয় পরমাত্মা হলেন এক। ভগবানুবাচও আছে তাহলে নিশ্চয়ই ভগবান এসেছেন এবং এসে রাজ যোগ শিখিয়েছেন। বাবা বলেন কল্প পূর্বেও বাচ্চারা আমি তোমাদের বলেছিলাম। কৃষ্ণ কখনও বাচ্চা বাচ্চা বলে সম্বোধন করবেনা। পরম পিতা পরমাত্মা-ই সবাইকে বাচ্চা বলেন। কল্প পূর্বেও বাচ্চারা আমি তোমাদের বলেছিলাম দেহি অভিমানী হও, আমি নিরাকার আমায় নিজের পিতা রূপে স্বীকার করো । সাকারী বাবা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা কারণ ব্রহ্মা দ্বারা ভগবান ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদের রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রজাপিতা নন। ভগবান বলেন আমি ব্রহ্মা মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদের রচনা করি। কৃষ্ণ এমন বলতে পারবেনা। ব্রহ্মা হলেন বয়ঃজৈষ্ঠ, কৃষ্ণ শিশু।

ব্রহ্মা-ই কৃষ্ণ রূপে পরিণত হন। এইসব কতই গুহ্য কথা। এইসব বোঝানোর জন্যে খুব যুক্তি চাই। ফার্স্টক্লাস কন্যারা বোঝাতে পারবে। বাবা বলেন খুব তীক্ষ্ণ বাচ্চারা ( পুত্র বা কন্যা) প্রমাণ করুক যে গীতার ভগবান হলেন নিরাকার পরমাত্মা। যিনি গীতা রচনা করেছেন বাচ্চাদের রাজ যোগ শিখিয়েছেন এবং স্বর্গের রচনা করেন। নিশ্চয়ই উঁচু থেকে উঁচু বাবা রাজ যোগের শিক্ষা দেবেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেন। প্রালব্ধ দিয়েছেন পরম পিতা পরমাত্মা। কৃষ্ণ হলেন ওঁনার সন্তান। কৃষ্ণের আত্মা পুরুষার্থ করে প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেছে। পুরুষার্থ যিনি করিয়েছেন তাঁর নাম লুপ্ত করে, পুরুষার্থ করে প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেছে তাঁর নাম লিখে দিয়ে গিতাকেই খন্ডিত করে দিয়েছে। এক গীতা খন্ডন করে সব গুলোই মিথ্যা হয়েছে, তাই তো বলা হয় মিথ্যা মায়া মিথ্যা কায়া .....

সার্ভিসে বৃদ্ধি করতে বাচ্চাদের ২০ টি নখের জোর লাগানো উচিত। গীতা উচ্চারিত করেছেন কে ? গীতা দ্বারা কোন ধর্মের স্থাপনা করেছেন কে ? এই কথাটি দিয়ে তোমরা ভালো ভাবে বিজয়ী হতে পার। পরম পিতা পরমাত্মা দ্বারা স্বর্গের মালিক হওয়া যায়, কৃষ্ণের দ্বারা নয়। সুতরাং এই কথাটিতে পরিশ্রম করতে হবে। সব শাস্ত্র হল গীতার সন্তান। সুতরাং সন্তানদের কাছে কখনো বর্সা প্রাপ্ত হয়না। বর্সা তো নিশ্চয়ই পিতার কাছে প্রাপ্ত হয়। কাকা, মামা, গুরু ইত্যাদি কারো কাছে বর্সা প্রাপ্তি হয়না। বেহদের বাবার কাছেই বেহদের বর্সা প্রাপ্ত হয়। এই কথাটি এমন পরিষ্কার করে লেখা উচিত যাতে বোঝা যায় যে গীতার খন্ডন করা হয়েছে। গীতাকে ডিফেম করা হয়েছে , তাই ভারত কাঙাল হয়েছে। কড়ি সম হয়েছে। এমন বাক্য লেখো। ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেন কে ? স্বর্গ কোথায় আছে ? কলিযুগের পরে সত্যযুগ হবে তো তার স্থাপনা অবশ্যই সঙ্গমে হওয়া উচিত। শিব ভগবানুবাচ -- আমি কল্প কল্প সঙ্গমে দুনিয়াকে পবিত্র করতে আসি। এমন ভাবে প্রমাণ করো যে শিব পরমাত্মা সবাইকে দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন, শ্রীকৃষ্ণ নয়। গীতার ভগবানকে যে বুঝবে তারা এসে ফুল অর্পণ করবে। সবাই করবেনা, যারা বুঝবে তারা ফুল স্বরূপে নিজেরা নিজেদের অর্পণ করবে। বাবাকে কেউ ফুল দিলে বাবা বলেন আমায় এমন ফুল (সন্তান) চাই। যদি কাঁটা আমার কাছে অর্পিত হয় তবে আমি তাকে ফুলে পরিণত করি। বাবুলনাথও আমার নাম। বাবলা গাছের কাঁটা গুলি ফুলে পরিণত করি আমি, শ্রীকৃষ্ণ তো নিজেই হলেন ফুল। ঐ হল গার্ডেন অফ আল্লাহ, এ হল ডেভিল ফরেস্ট। এই স্থানটিকে বাবা দেবতাদের গার্ডেনে পরিণত করেন। তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হও। লক্ষ্মী নারায়ণের দিব্য বংশ বলা হয়। ব্রাহ্মণ কুলের বংশ বলা হয়না। এই হল ব্রাহ্মণ কুল। পরম পিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা প্রজা রচনা করেছেন, তাই এঁনাকে প্রজাপিতা বলা হয়। শিববাবাকে বা শ্রীকৃষ্ণকে প্রজাপিতা বলা হবেনা। কৃষ্ণকে কলঙ্কিত করা হয়েছে যে ১৬ হাজার ১০৮ রানী ছিল। সে তো প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা এত পুত্র ও কন্যার জন্ম হয়েছে।

জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মা। পাপের দন্ড ধর্মরাজ দিয়ে থাকেন। প্রেসিডেন্টের কাছে সর্বোচ্চ বিচারক প্রতিজ্ঞা নেবে। রাজাকে কখনও প্রতিজ্ঞা করানো হয়না কারণ রাজা তৈরি করেন ভগবান। সে হল অল্পকালের জন্যে। এখানে বাবা ২১ জন্মের জন্যে রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেন। সেখানে প্রতিজ্ঞা করার কোনো কথা নেই। এই হল মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ , কোনো জঙ্গলের বৃক্ষ নয়। পরম পিতা পরমাত্মাকে বৃক্ষ পতি বলা হয়। কৃষ্ণ এই বৃক্ষের রহস্য বলতে পারেন না, বৃক্ষ পতি বুঝিয়ে দিতে পারেন। নর থেকে নারায়ণ তো বাবা-ই করবেন তাইনা , কৃষ্ণ নয়। মুখ্য ধর্ম শাস্ত্র হল চারটি , বাকি গুলি হল কাহিনী। সর্ব প্রথম কোন ধর্মটি কার দ্বারা স্থাপন হয়েছে? স্বর্গে ছিল দেবী দেবতা ধর্ম , অবশ্যই সেইটি বাবা রচনা করবেন। বাবা পুরানো দুনিয়া থেকে

উদ্ধার করেন কারণ এখানে দুঃখ আছে অনেক। ত্রাহি ত্রাহি করছে। বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার নিতে হলে এখনই নাও। সাধারণ মানুষ বর্সা দিতে পারেনা। বাচ্চাদের সর্ব প্রাপ্তি করাতে পারেন একমাত্র বাবা। বেহদের বাবা স্বর্গের মালিক করেন। এমন এমন প্রলোভন দিতে হবে। যেমন শিকারি শিকার করার সময়ে সম্পূর্ণ আয়োজন করে শিকার সামনে রেখে শিকার করে । এখানে মাতাদের দ্বারা শিকার করাতে হবে। বাবা বলেন মাতাদের সামনে শিকার এনে রাখতে হবে। মাতা দের সংখ্যা অনেক। নাম হয় একজনের। তোমরা হলে শক্তি সেনা। শক্তি বংশ বলা হবেনা। শক্তি সেনার মুখ্য হলেন জগদম্বা, কালী, সরস্বতী। বাকি চন্ডিকা ইত্যাদি উল্টো নামও অনেক রাখা হয়েছে। তাই বাচ্চারা তোমাদের এমন কথা গুলি ক্লিয়ার করতে হবে যে উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান তারপরে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর। প্রজাপিতা ব্রহ্মার কন্যা সন্তান হলেন সরস্বতী। ওঁনাকে জ্ঞানের দেবী বলা হয়। ফলে ওঁনার সন্তানদেরও জ্ঞানের দেবী বলা হবে। শেষে বিজয় তো তোমাদেরই হবে। কেউ আবার গীতার চেয়ে বেশি মান বেদকে দেয়। তবুও গীতার প্রচার বেশি । বাবা বলেন আমি আসি সঙ্গম যুগে। কৃষ্ণের চিত্র হল সত্যযুগের। যে রূপ ৮৪ জন্মের পর পরিবর্তিত হয়। তোমরা জ্ঞানী আত্মা তখনই হতে পারবে যখন পরম পিতা পরমাত্মা এসে জ্ঞান প্রদান করবেন। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর। ওঁনার দ্বারা তোমরা জ্ঞানী আত্মা হও। বাকি সবাই হল ভক্ত আত্মা। বাবা বলেন জ্ঞানী আত্মারা-ই আমার প্রিয়। সম্পূর্ণ মহিমা হল গীতার। ধ্যানী-র চেয়ে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। ধ্যান, ট্রান্সকে বলা হয়। এ তো হল বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হওয়া। ধ্যান করে কোনো লাভ হয়না।

বাবা বলেন আমি রাজ যোগ শিখিয়েছিলাম। কৃষ্ণকে এই প্রালব্ধ আমি দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই আগের জন্মে পুরুষার্থ করেছে। সম্পূর্ণ সূর্যবংশী রাজধানী আমার প্রদত্ত প্রালব্ধ-ই ভোগ করে। দিলবাড়া মন্দিরের কন্ট্রাস্ট বিষয়টি এমন ভাবে লেখো যাতে মানুষ পড়ার সাথে সাথেই যেন বুঝতে পারে। ফর্মও ভরানো উচিত যে বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, অতি মিষ্টি মধুর, আমাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেন। উনি হলেন সদগুরু, উনি ছাড়া ঘোর অন্ধকার। এমন বাবার মহিমা করলে বুদ্ধিতে প্রেম ভালোবাসা আসবে। বাবা সামনে এসে জন্ম দেবেন তবে বাবার প্রতি ভালোবাসা হবে তাইনা। তোমাদের জন্ম দিয়েছেন তাই তো প্রেম হয়েছে। বাবা বললেই স্বর্গ স্মরণে আসে। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন। আমরা ওঁনার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করি। বিশ্বাস করো বা না করো। বেহদের পিতা হলেন সকলের পিতা, ওঁনার কাছে নিশ্চয়ই স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে। কৃষ্ণের কাছে বর্সা প্রাপ্ত হবেনা। বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা, অবশ্যই নতুন দুনিয়ার বর্সা দেবেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রূহানী বাবার রূহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার প্রিয় হতে বুদ্ধিতে জ্ঞান ধারণ করে জ্ঞানী আত্মা হতে হবে। বাবার সঙ্গে যোগ করতে হবে। ধ্যান করার কোনো আশা রাখবেনা।

২) মাতাদের এগিয়ে রেখে তাদের সুনাম বৃদ্ধি করতে হবে। অথরিটির সঙ্গে গীতার ভগবানকে প্রমাণ করতে হবে। ২০ টি নখের জোর লাগিয়ে সার্ভিসে বৃদ্ধি করতে হবে।

বরদান :- নিজের ভরপুর স্টক দ্বারা সবাইকে শুভ ভাবনা - শুভ কামনার উপহার প্রদাতা মাস্টার ভাগ্য বিধাতা হও

ব্যাখা: তোমরা সবাই হলে ব্রহ্মার সন্তান তোমরা ভাগ্যের রেখা টেনে দিতে পারো তাই সর্বদা যেন গোল্ডেন গিফ্টের স্টক ভরপুর থাকে। যখনই কারো সঙ্গে দেখা হবে প্রত্যেককে শুভ ভাবনা ও শুভ কামনার গিফ্ট সর্বদা দিতে থাকো। বিশেষত্ব দাও আর বিশেষত্ব নাও। গুণ দাও, গুণ নাও। এমন গডলি গিফ্ট সবাইকে দিতে থাকো। যে যেমনই মনোভাব নিয়ে আসুক তোমরা এই গিফ্ট অবশ্যই দিও তবেই বলা হবে মাস্টার ভাগ্য বিধাতা।

স্লোগান - পরিশ্রমের সাথে মহান ভাব ও আত্মিক ভাবের অনুভব করা-ই হল শ্রেষ্ঠত্ব ।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য -- ১৫-০১-১৯৫৭

১) "নিজের প্রকৃত লক্ষ্যটি কি? "

সর্ব প্রথম এই কথাটি জানতে হবে যে আমাদের প্রকৃত লক্ষ্যটি কি ? সেসব তো ভালো করে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে তবেই পূর্ণ রূপে সেই লক্ষ্যের দিকে উপস্থিত থাকতে পারবে। নিজের প্রকৃত লক্ষ্যটি হল -- আমি আত্মা, আমি পরমাত্মার সন্তান। আসলে আমি কর্মাতীত কিন্তু নিজেকে ভুলে কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি, এখন পুনরায় স্মৃতি উদয় হওয়ায়, ঈশ্বরীয় যোগে যুক্ত হয়ে নিজের বিকর্মের বিনাশ করছি। তাহলে আমার লক্ষ্য হল আমি আত্মা পরমাত্মার সন্তান। কিন্তু কেউ নিজেকে দেবতা স্বরূপের লক্ষ্যে স্থির করলে তার পরমাত্মার শক্তি প্রাপ্ত হবেনা। আর বিকর্ম বিনাশও হবেনা, এখন এই জ্ঞান তো আছে, আমি আত্মা পরমাত্মার সন্তান কর্মাতীত স্থিতিতে স্থিত হয়ে ভবিষ্যতে জীবনমুক্ত দেবী দেবতা পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করব, এই লক্ষ্যে স্থির থাকলে শক্তি অর্জন হয়। এবারে মানুষ সুখ শান্তি পবিত্রতা চায়, তাও যখন সম্পূর্ণ যোগযুক্ত থাকবে তখনই প্রাপ্তি হবে। বাকি দেবতা পদমর্যাদা প্রাপ্তি হল ভবিষ্যতের প্রালব্ধ, নিজের পুরুষার্থ আলাদা এবং নিজের প্রালব্ধও আলাদা। সুতরাং এই লক্ষ্যে স্থির থাকবেনা যে আমি পবিত্র আত্মা শেষে পরমাত্মায় পরিণত হব, নয়। বরং আমাদের পরমাত্মার সঙ্গে যোগ করে পবিত্র আত্মায় পরিণত হতে হবে, কিন্তু আত্মাকে কখনও পরমাত্মা-য় পরিণত হতে হবে না ।

২) "এই অবিনাশী জ্ঞানের অনেক নাম রাখা হয়েছে"

এই অবিনাশী ঈশ্বরীয় জ্ঞানের অনেক নাম রাখা হয়েছে। কেউ এই জ্ঞানকে অমৃত বলে, কেউ জ্ঞানকে অঞ্জন বলে। গুরু নানক বলেছেন জ্ঞান অঞ্জন গুরু দিয়েছেন, কেউ জ্ঞান বর্ষাও বলেছে কারণ এই জ্ঞানের দ্বারা-ই সম্পূর্ণ সৃষ্টি সবুজ হয়। যে সব তমোপ্রধান মানুষ আছে তারা সতোগুণী হয়ে যায় এবং জ্ঞান অঞ্জন দ্বারা অন্ধকার মিটে যায়। এই জ্ঞানকেই অমৃতও বলা হয় যার দ্বারা যে মানুষ পাঁচ বিকারের আগুনে পুড়ছে তারা শীতল অনুভব করে। দেখো গীতায় পরমাত্মা পরিষ্কার করে বলেন কামেষু, ক্রোধেষু তার মধ্যেও মুখ্য হল কাম, যে বিকারটি পাঁচ বিকারের মধ্যে মুখ্য বীজ। বীজ থাকলেই ক্রমানুসারে ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, যার ফলে মানুষের

বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যায়। এবারে সেই বুদ্ধিতেই জ্ঞানের ধারণা হয় যখন জ্ঞানের ধারণা সম্পূর্ণ বুদ্ধিতে হয় তখন বিকারের বীজ শেষ হয়ে যায়। যদিও সন্ন্যাসীরা ভাবেন বিকারগুলি বশ করা খুবই কঠিন কথা। এই জ্ঞান তো সন্ন্যাসীদের বুদ্ধিতে নেই। তাহলে এমন শিক্ষা দেবেন কিভাবে ? শুধুমাত্র এমনই বলেন মর্যাদার সীমায় থাকো। কিন্তু প্রকৃত মর্যাদা টি কি ? সেই মর্যাদা তো আজকাল ভঙ্গ হয়েছে, কোথায় সেই সত্যযুগী, ত্রেতা যুগী দেবী দেবতাদের মর্যাদা, তাঁরা গৃহস্থে থেকেও নির্বিকারী প্রবৃত্তিতে থাকেন। এখন সেই সত্য মর্যাদা কোথায় ? আজকাল তো উল্টো বিকারী মর্যাদা পালন করছে, একে অপরকে কেবল কথার কথা বলে দেয় যে মর্যাদা রেখে চলো। মানুষের প্রথম কর্তব্য কি, সেটা কেউ জানেনা, শুধু এইটুকু প্রচার করে যে মর্যাদায় থাকো, কিন্তু এই কথাটি জানা নেই যে মানুষের প্রথম মর্যাদাটি কি ? মানুষের প্রথম মর্যাদা হল নির্বিকারী হওয়া, যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমরা এই মর্যাদায় কি থাকো ? তখন বলে আজকাল এই কলিযুগী সৃষ্টিতে নির্বিকারী হওয়ার সাহস নেই। এবারে মুখে বলা যে মর্যাদায় থাকো, নির্বিকারী হও তো কেউ নির্বিকারী হতে পারবেনা। নির্বিকারী হওয়ার জন্য সবচেয়ে প্রথমে এই জ্ঞান তলোয়ার দিয়ে পাঁচ বিকারের বীজ নষ্ট করতে হবে তবেই বিকর্ম ভস্ম হবে। আচ্ছা । ওমশান্তি।